হইতে পারে না। কারণ যৎযদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্। অর্থাৎ জন্তু (প্রাণীমাত্রে) যাহা যাহা করে, তাহা তাহা কামনারই চেষ্টা। এই পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার নিমিত্তের মধ্যে কামনা এবং নৈষ্কর্ম্ম্যে প্রায়শঃই কর্ম্মত্যাগ, ভগবৎপ্রীণন অর্থাৎ সন্তোষ আভাষমাত্র। যেহেতু কামনা এবং নৈষ্কর্ম্ম্যের ভিতরে স্বার্থপরতা আছে, ভক্তির কিন্তু ভগবৎ-প্রীণনেই পূর্ণ তাৎপর্য্য ; যেহেতু ভক্তির ভগবৎসন্তোষই একমাত্র জীবন। কামনাপ্রাপ্তি-তাৎপর্য্যে "ক্লেশভুর্য্যল্পসারানি কর্ম্মাণি বিফলানি বা" ক্লেশ প্রচুর, সার অল্প অর্থাৎ ফল অথবা ক্লেশমাত্রই সার, ফললাভ হয়ই না অথবা অঙ্গ মহারাজের পুত্রপ্রাপ্তি-কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে যেমন অসৎ পুত্র বেণরাজ জন্মগ্রহণ করায় অত্যন্ত উদ্বেগই হইয়াছিল—এই প্রকার সকাম্ কর্ম্মে প্রায়শঃ ফলবৈপরীত্যই ঘটিয়া থাকে। নৈষ্কর্ম্ম্য নিমিত্তক কর্ম্মে—

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽপিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

নিষ্কামভাবে যে জন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করে, সেই জন নৈষ্কর্ম্ম্যা-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করার ফলে যেমন করিয়া ভক্তিলাভ হয়, তাহা "এবং কর্ম্মবিশুদ্ধি"—এই দুইটি পূর্ব্বোক্ত ৫।৭।৭ অধ্যায়ের গদ্যে দেখান হইয়াছে।

"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণং।
জ্ঞানং যৎতদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥

অর্থাৎ ভগবৎসন্তোষার্থে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মের ফলে ভক্তিযোগ-সমন্বিত ভগবজ্-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এস্থানে জ্ঞান শব্দে ভগবদ্‌বিষয়ক্ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। যেহেতু যে জ্ঞানটি ভক্তিযোগের সহিত মিলিত, সেটি ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব এই জ্ঞান ভগবদ্‌বিষয়ক। পরমভক্তগণ কিন্তু ভগবৎসন্তোষরূপ প্রীণনই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যেমন ৪।৩০।৩৭—৩৮ শ্লোকে প্রচেতাগণ শ্রীঅষ্টভুজ ভগবানকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব॥
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো বৃণীমহে তে পরিতোষণায়॥